ইউনিট ৩
উপযোগ ও ভোগ

ভূমিকা
অর্থনীতি বিষয়টি ভালভাবে বুঝবার জন্য কতকগুলো মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উপযোগ এবং ভোগ এমন দু'টি ধারণা যা মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। উপযোগ সৃষ্টি বা উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মানুষের কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোগ ও তৃপ্তি। একজন ক্রেতা কেন দ্রব্য ক্রয় করে, এর উত্তর জানতে হলে উপযোগ ও ভোগের ধারণা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

পাঠ ১ : সংজ্ঞা, মোট ও প্রান্তিক উপযোগ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপযোগ কি তা বলতে পারবেন।
- মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

উপযোগ কাকে বলে?
আপনি অর্থনীতির এই বইটি পড়ছেন। কারণ বইটি থেকে আপনি উপকারিতা পাচ্ছেন। আর সাধারণভাবে 'উপযোগ' বলতে কোন জিনিসের এ ধরনের উপকারিতাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'উপযোগ' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের কোন অভাব পূরণ করার যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে 'উপযোগ' বলা হয়। যে কোন দ্রব্য বস্তুগত বা অবস্তুগত যাই হোক, মানুষের অভাব মেটাতে পারলেই বুঝতে হবে যে তার উপযোগ আছে। যেমন, ভাত আমাদের ক্ষুধা মেটায়। সুতরাং ভাতের উপযোগ আছে। এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কেন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে? **মানুষ তার অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি লাভের জন্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে।**

যে দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে না, সে দ্রব্য মানুষ কিনবে না। যেমন– একজন ক্রেতা বাজারে গিয়ে কখনই পচা ডিম বা মাছ কিনবেন না। কারণ এগুলো তার কোন অভাব পূরণ করতে পারছে না। অর্থাৎ এগুলোর কোন উপযোগ নেই। অর্থনীতিতে দ্রব্যের উপযোগের সাথে নৈতিকতা, ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত তার কোন সম্পর্ক নেই। মাদকদ্রব্য ক্ষতিকর কিন্তু যদি মানুষ এ দিয়ে তার অভাব মেটাতে পারে তবে এরও উপযোগ আছে। কোন দ্রব্যের জন্য কারও কাছে উপযোগ থাকতে পারে আবার কারও কাছে না থাকতে পারে। যেমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে মাদক দ্রব্যের উপযোগ আছে কিন্তু যিনি নেশায় আসক্ত নন তার কাছে মাদক দ্রব্যের কোন উপযোগ নেই।

সময়, ব্যক্তি, অবস্থান বা স্থানভেদে উপযোগের তারতম্য ঘটে। যেমন– অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা শিক্ষিত লোকের কাছে বই-এর উপযোগ অধিক। গরম পানির উপযোগ গরমকালের তুলনায় শীতকালে বেশি।

উপযোগ একটি মানসিক অনুভূতি যা অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে উপযোগ অর্থের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কোন জিনিসের উপযোগ বেশি না কম তা আমরা কিভাবে জানব? **কোন ক্রেতার কাছে যে দ্রব্যের উপযোগ বেশি ঐ দ্রব্যের জন্য সে বেশি দাম দিতে ইচ্ছুক।** আর যদি সে কম দাম দিতে ইচ্ছুক হয় তবে ধরে নিতে হবে তার কাছে ঐ দ্রব্যের উপযোগ কম। এভাবে অর্থ বা দাম দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করা যায়। অবশ্য অর্থের মাধ্যমে উপযোগ পরিমাপের অসুবিধা এই যে, অর্থের উপযোগই সবার কাছে সমান নয়। অর্থের উপযোগ ধনী অপেক্ষা গরিবের কাছে বেশি।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ
উপযোগের ধারণাকে আরও ভালভাবে বুঝার জন্য আমরা আলোচনাটিকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ এ দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। **কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় তাদের যোগফলকে মোট উপযোগ বলা হয়।** অন্যদিকে **কোন দ্রব্যের শেষ একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক**

উপযোগ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন বালকের কমলালেবু খেতে খুব ইচ্ছে হল। সে হয়ত বাজারে গিয়ে ৪ টাকা দিয়ে একটি কমলালেবু কিনল। কারণ, ঐ কমলালেবু হতে সে ৪ টাকার সমান উপযোগ পাবে বলে মনে করছে। তাই প্রথম কমলালেবু থেকে ৪ টাকার সমান প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ লাভ করে। প্রথম কমলালেবুটি খাওয়ার পর তার দ্বিতীয় কমলালেবুটি খাবার ইচ্ছা প্রথম কমলালেবু খাবার ইচ্ছা অপেক্ষা কম হবে। সে দ্বিতীয় কমলালেবু কেনার জন্য ৩ টাকা দিতে রাজি হতে পারে। সুতরাং বালকটি যখন দ্বিতীয় কমলালেবু ক্রয় করে তখন সে ৩ টাকার প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। দ্বিতীয় কমলালেবু খাওয়ার পর তৃতীয় কমলালেবু কিনতে বললে সে হয়ত ২ টাকায় পেলে কিনতে রাজি হবে। সুতরাং বালকটি যখন তৃতীয় কমলালেবু ক্রয় করে তখন সে ২ টাকার সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। এভাবে সে যতই কমলালেবু কিনতে থাকবে তার কমলালেবু পাবার ইচ্ছাও ক্রমশ কমতে থাকবে। উপরের উদাহরণে ৩টি কমলালেবু থেকে বালকটির মোট উপযোগ হল ৪+৩+২ বা ৯ টাকার সমান। সুতরাং মোট উপযোগ = ১ম একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ + ২য় একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ + ৩য় একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক :

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকেই প্রান্তিক উপযোগ বলে। উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, একটি বালক তিনটি বা **তিন একক** কমলালেবু কিনে। তৃতীয় একক কমলালেবু ক্রয়ের পর আর কমলালেবু ক্রয় করে না, কারণ তার কমলালেবু খাওয়ার উপযোগ শেষ হয়েছে। এখানে তৃতীয় একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক উপযোগ। তাই তৃতীয় এককটি **প্রান্তিক একক**। এখানে বালকটির প্রান্তিক উপযোগ ২ টাকার সমান।

কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক পর পর ভোগ বা ব্যবহার করতে থাকলে প্রত্যেক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু সকল একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি বা মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য হয় তখন মোট উপযোগ সবোচ্চ হয়। নিচের সারণির সাহায্যে মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি প্রকাশ করা যায় :

সারণী

কমলালেবুর একক	মোট উপযোগ (টাকার হিসাবে)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকার হিসাবে)
১ম একক	৪	৪
২য় একক	৭	৩
৩য় একক	৯	২
৪র্থ একক	৯	০

সারসংক্ষেপ

- কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের কোন অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে উপযোগ বলে। দ্রব্য ও সেবা উভয়েরই উপযোগ আছে, তবে দ্রব্য বস্তুগত কিন্তু সেবা অবস্তুগত। অর্থনীতিতে দ্রব্যের উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।
- কোন দ্রব্য বা সেবার বিভিন্ন একক থেকে যে বিভিন্ন উপযোগ পাওয়া যায় তাদের যোগফলকে মোট উপযোগ বলে। কোন দ্রব্যের শেষ একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উপযোগ কাকে বলে?
- ক. দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাকে
- খ. মানুষের অভাব মেটাবার ক্ষমতাকে
- গ. উৎপাদিত দ্রব্যসমূহকে
- ঘ. দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষমতাকে।

২। উপযোগ কিসের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়?

ক. ভোগের মাধ্যমে
খ. তৃপ্তির মাধ্যমে
গ. অর্থের মাধ্যমে
ঘ. শ্রমের মাধ্যমে

৩। মোট উপযোগ কাকে বলে?
ক. সর্বশেষ এককের উপযোগ
খ. সবগুলো এককের উপযোগের যোগফল
গ. সর্বপ্রথম এককের উপযোগ
ঘ. এককসমূহের গড় উপযোগ

৪। প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে?
ক. সর্বমোট উপযোগ
খ. প্রথম এককের উপযোগ
গ. সর্বশেষ এককের উপযোগ
ঘ. উপযোগের সমষ্টি।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উপযোগ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।
২। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। উপযোগের সংজ্ঞা দিন।

পাঠ ২ : মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক, প্রান্তিক উপযোগ ও দাম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দাম কি তা বলতে পারবেন।
- প্রান্তিক উপযোগ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বলতে পারবেন।

প্রান্তিক উপযোগ ও দাম :

উপযোগ সম্বন্ধে আপনি পূর্বেই জেনেছেন। এবার আসুন দাম কি সে সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। অর্থনীতিতে দাম বলতে বিনিময় মূল্যকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে। দামের সাহায্যেই উপযোগ পরিমাপ করা হয়। কোন দ্রব্য ভোগ করে মানুষ যে পরিমাণ উপযোগ লাভ করে, সে ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি ১ কেজি চাউলের জন্য যদি ১০ টাকা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে ধরা যায় যে, সে ১ কেজি চাউল থেকে ১০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। এভাবে দামের মাধ্যমেই উপযোগ পরিমাপ করা হয়।

প্রান্তিক উপযোগের সাথে দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভোগকারীর কাছে দ্রব্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও দাম হ্রাস পায়। ভোগকারী সে পর্যন্ত কোন দ্রব্য ক্রয় করবে যে পর্যন্ত দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ তার প্রদত্ত দামের সমান হয়। অন্য কথায় দ্রব্যের দাম ও ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে সে ঐ দামে দ্রব্যটি ক্রয় করবে। যখন প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা দাম বেশি হবে ভোক্তা ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না। দাম যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগের কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করতে থাকবে। ফলে বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করবে না। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, বিক্রেতাকে দ্রব্য উৎপাদনে খরচ করতে হয়। বিক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দাম ও ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ যেখানে সমান সেখানেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। ধারণাটি নিচের সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সারণী

কমলালেবুর সংখ্যা	মোট উপযোগ (টাকার হিসাবে)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকার হিসাবে)	বাজার দর (টাকার হিসাবে)
১	৪	৪	২
২	৭	৩	২
৩	৯	২	২
৪	১০	১	২

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ১ম কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকার সমান বলে ক্রেতা ১ম কমলালেবুর জন্য ৪ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বাজারে যদি কমলালেবুর দাম ২ টাকা হয় তবে ক্রেতা মনে করেন যে, তিনি অধিক সংখ্যক কমলালেবু কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। এভাবে ৩য় কমলালেবু ক্রয় করে দেখবেন যে, তার প্রান্তিক উপযোগ ও বাজার দাম সমান। তিনি ৪র্থ কমলালেবু কিনতে ইচ্ছুক হবেন না। কারণ এখানে প্রান্তিক উপযোগ দাম অপেক্ষা কম।

সারসংক্ষেপ

- কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক যখন ভোক্তা পর পর ভোগ করতে থাকে তখন প্রত্যেক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। তবে সকল এককের উপযোগের সমষ্টি বা মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে দাম বলে।
- বিক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দাম ও ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ যেখানে সমান সেখানেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(√) চিহ্ন দিন:

১। কখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়?
ক. সবগুলো একক ভোগ করলে খ. আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হলে
গ. উপযোগ বৃদ্ধি পেলে ঘ. উপযোগ হ্রাস পেলে

২। কখন মোট উপযোগ সবোচ্চ হয়?
ক. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে খ. মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে
গ. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেলে ঘ. কোন দ্রব্য ভোগ করলে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রান্তিক উপযোগ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও এর ব্যতিক্রম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কি কি অনুমিত শর্তাবলীর উপর এই বিধিটি কার্যকর তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- একটি উদাহরণ দিয়ে বিধিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিধিটির ব্যতিক্রম কি কি তা বলতে পারবেন।

ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

সাধারণভাবে মানুষের অভাবের কোন সীমা নেই, কিন্তু একটি বিশেষ দ্রব্যের অভাব সীমিত বা সসীম। মানুষ যখন কোন বিশেষ দ্রব্য ক্রমাগতভাবে পেতে থাকে বা ভোগ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে ঐ দ্রব্যের উপযোগ বা পাবার ইচ্ছা কমতে থাকে। উপযোগের এই বিধিকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শাল বলেন, ''**কোন বিশেষ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে কোন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমতে থাকে।**'' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কতিপয় অনুমিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই শর্তসমূহ হল :

১। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিধিটি প্রযোজ্য হবে।
২। ভোগকালীন অবস্থায় ভোক্তার আয়, পছন্দ, রুচি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
৩। দ্রব্যের এককসমূহ অভিন্ন জাতীয় হতে হবে।
৪। ভোগকারীকে স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোক হতে হবে।

নিচে সারণির সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :

সারণি

কমলালেবুর একক (সংখ্যায়)	মোট উপযোগ (টাকার হিসেবে)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকার হিসেবে)
১	৪	৪
২	৭	৩
৩	৯	২
৪	৯	০

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম কমলালেবু পাবার জন্য লোকটির খুব আগ্রহ ছিল। তিনি এজন্য ৪ টাকা দিতে রাজি আছেন। কারণ, তিনি প্রথম একক কমলালেবু থেকে ৪ টাকার সমান উপযোগ পাবেন বলে মনে করেন। প্রথমটি খাবার পর তাঁর কমলালেবু খাবার জন্য আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং তিনি দ্বিতীয় একক কমলালেবুর জন্য ৩ টাকা দিতে চাইবেন। কারণ দ্বিতীয় কমলালেবু থেকে ৩ টাকার সমান উপযোগ পাবেন বলে মনে করেন। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আরও কমে যাওয়ায় তৃতীয় একক পাবার জন্য তিনি আরও কম অর্থাৎ ২ টাকা দিতে

রাজি হবেন। লোকটির কমলালেবু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে হ্রাস পাবে যে তিনি চতুর্থ এককের জন্য কোন অর্থ দিতে রাজি হবেন না। কারণ তার কাছে এর কোন উপযোগ নেই এবং মোট উপযোগ একই থাকবে। এ থেকে দেখা যায় যে, **ভোগকারী কোন দ্রব্য যতই অধিক পরিমাণে ভোগ করেন ততই সে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং মোট উপযোগ বাড়তে থাকলেও তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।** ভোগের এই প্রবণতাকেই অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে অভিহিত করা হয়।

লেখচিত্রের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :

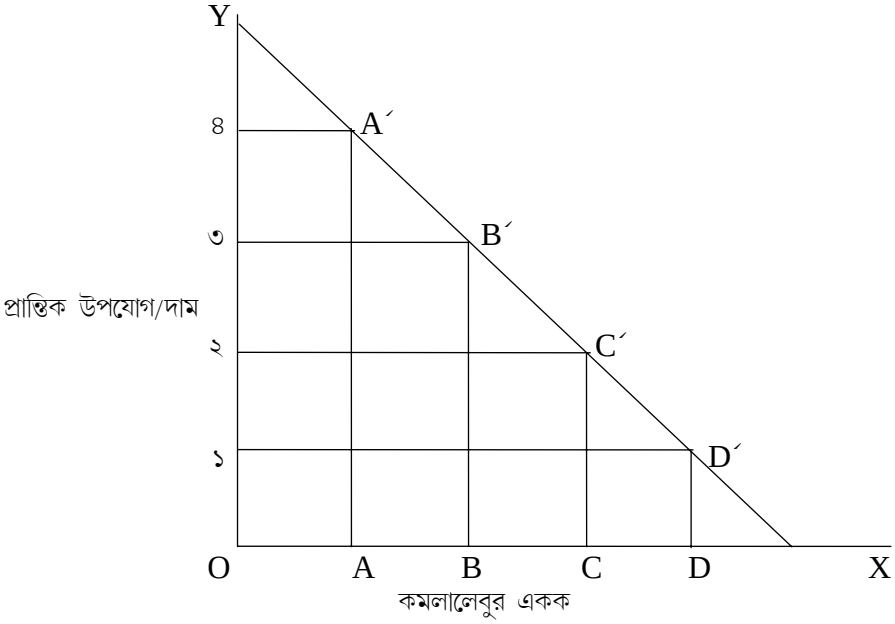

চিত্রে OY রেখায় দাম বা প্রান্তিক উপযোগ এবং OX রেখায় কমলালেবুর বিভিন্ন একক দেখানো হয়েছে।

ক্রেতা প্রথম কমলালেবু বা OA একক দ্রব্যের জন্য ৪ টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং তিনি AA´ পরিমাণ উপযোগ লাভ করেন। দ্বিতীয় কমলালেবু বা AB একক দ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ক্রেতা ৩ টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং এ থেকে তিনি BB´ সমান উপযোগ লাভ করেন। তৃতীয় কমলালেবু বা BC একক দ্রব্যের জন্য ক্রেতা ২ টাকা দিতে ইচ্ছুক। কারণ এ থেকে তিনি CC´ সমান উপযোগ পান। অনুরূপভাবে চতুর্থ কমলালেবুর বা CD একক দ্রব্যের জন্য ক্রেতা DD´ সমান উপযোগ পেতে পারেন। এখন A´, B´, C´, D´ বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা যে রেখা পাই তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

বিধিটির ব্যতিক্রম :

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির বাস্তব প্রয়োগে নিম্নরূপ ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় :

১। **দ্রব্যটির একক :** দ্রব্যটির এককের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তা নাহলে বিধিটি কার্যকর হবে না। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে এক চামচ পানির পর দ্বিতীয় চামচ পানির জন্য তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।

২। **অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন :** একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তনীয় থাকতে হবে। তা না হলে বিধিটি কার্যকরী হতে পারবে না। কেননা, অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তার কাছে অতিরিক্ত এককের উপযোগ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩। **বিশেষ সময় :** এ বিধিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়– কোন একটি সময় জুড়ে নয়। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আজ কমলালেবুর একটি একক এবং আগামীকাল আর একটি একক ভোগ করে তবে সেক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকরী হবে না। কারণ, দীর্ঘ সময়ের পরিসরে লোকটির কমলালেবু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না কমে বরং আরও বাড়তে পারে।

৪। **শখের দ্রব্য :** এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে যা মানুষ শখের বসে সংগ্রহ করে। যেমন– ডাকটিকেট সংগ্রহ, পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ ইত্যাদি। এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ কখনও হ্রাস পায় না। এগুলো মানুষ যতই সংগ্রহ করে ততই তাঁর সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

৫। পরিপূরক দ্রব্য : কোন দ্রব্যের উপযোগ শুধু তার যোগানের উপর নির্ভর করে না। ঐ দ্রব্যটির বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্যের সরবরাহের উপরও নির্ভরশীল। যেমন– বাজারে চিনির দাম কমে গেলে এবং গুড়ের যোগান যদি বেশি থাকে তাহলে গুড়ের উপযোগ কমবে। কলমের যোগান বৃদ্ধি পেলে কালির উপযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৬। অনুকরণ প্রভাব : মানুষ যেহেতু অনুকরণপ্রিয় তাই অন্যের ভোগ দেখে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এক্ষেত্রে সেই একই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় না বরং বাড়ে।

কিন্তু উপরোল্লিখিত ব্যতিক্রম খুবই নগণ্য। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি প্রযোজ্য।

সারসংক্ষেপ

- ভোক্তা যখন কোন বিশেষ দ্রব্য ক্রমাগতভাবে পেতে থাকে বা ভোগ করতে থাকে তখন আস্তে আস্তে ঐ দ্রব্যের উপযোগ বা পাবার ইচ্ছা কমতে থাকে, এটাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।

পঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কি?
- ক. কোন দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া
- খ. বেশি দ্রব্য পেতে থাকলে ঐ দ্রব্যের উপযোগ কমতে থাকা
- গ. সর্বশেষ একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ বেশি হওয়া
- ঘ. সবগুলো একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ কমতে থাকা

২। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির অন্যতম ব্যতিক্রম কি?
- ক. দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য
- খ. খাদ্যদ্রব্য
- গ. শখের দ্রব্য
- ঘ. বিলাস দ্রব্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কি? বিধিটি কি কি অনুমিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়।

২। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির ব্যতিক্রমগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪ : ভোগ ও তৃপ্তি

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভোগ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- তৃপ্তি কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভোগ ও তৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

ভোগ :

আপনার বলপয়েন্ট কলমটির কথাই ধরুন। এটি আপনি ব্যবহার করতে পারছেন অর্থাৎ এর উপযোগ আছে। লেখা কাজটির মাধ্যমে আবার এটি এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সাধারণভাবে ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দ্রব্য নিঃশেষ করা বা ধ্বংস করাকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। অর্থনীতিতে ভোগ বলতে মানুষের অভাব মেটানোর জন্য দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ বা ধ্বংস করাকে বুঝায়। মানুষ উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন উপযোগ সৃষ্টি করে তেমনি ভোগের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করে। মানুষ অভাব মেটায় দ্রব্যের সরাসরি ব্যবহার দ্বারা। যেমন– মানুষ ভাত খেয়ে ক্ষুধা মেটায়। এভাবে পরিবারের সদস্যগণ এক গামলা ভাত সকলে মিলে খেয়ে গামলার ভাত নিঃশেষ করে ফেলতে পারেন।

উপযোগ নষ্ট হলেই যে ভোগ হবে তা বলা যায় না। ধরুন, আপনার কাছ থেকে এক গ্লাস সরবত অসাবধানতা বশত পড়ে গেল। একে কি ভোগ বলবেন? নিশ্চয়ই না। কারণ এতে সরবতের উপযোগ নষ্ট হল কিন্তু ভোগে এল না। একমাত্র ব্যবহারের দ্বারা কোন দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস হলে তাকে ভোগ বলা হয়। যেমন, একটি শার্ট বহুদিন ব্যবহার করে এর উপযোগ নিঃশেষ করা হয়, ব্যবহার করতে করতে এটা ব্যবহারের আর উপযোগী থাকে না। তখন জীর্ণ শার্টটির ব্যবহার বন্ধ করা হয়। সুতরাং **মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করে এর উপযোগ নিঃশেষ করাকেই ভোগ বলা হয়।**

তৃপ্তি :

মানুষের অভাব মেটাবার জন্য উপযোগের ব্যবহারকে ভোগ বলা হয়। ভোগের ফলে অভাব দূর হলে ভোক্তা তৃপ্তি লাভ করেন। সুতরাং **ভোক্তা উপযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে যে মানসিক বা জৈবিক প্রশান্তি লাভ করেন তাকেই তৃপ্তি বলে।** তৃপ্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করে থাকি :

ক) ভোগের দ্বারা অভাব মিটে যাবার একটি মানসিক অবস্থাই হল তৃপ্তি। মানুষের অভাবের কোন সীমা নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনদিনই মানুষ অভাব পূরণ করতে পারে না। বড়জোর একজন ভোক্তা কেবল নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। যেমন– কোন এক ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করতে যদি তাকে পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে পারি তবে তার ক্ষুধা দূর হবে এবং তিনি আর খাদ্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। কিন্তু এমনও বস্তু আছে যে, যতই ঐ দ্রব্য পাবেন ততই ঐ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। যেমন- টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলত। কারণ টাকার মাধ্যমে অনেক অভাব মেটানো যায়।

খ) তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। সাধারণত মানুষ একটি অভাব মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু মানসিক এ অবস্থার স্থায়িত্ব খুব কম সময়ের জন্য। এক ধরনের অভাব মিটলে অন্য ধরনের অভাব সৃষ্টি হয়। পুরাতন অভাব নতুনভাবে দেখা দিতে পারে।

গ) ভোগকারীর অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি দেওয়ার সামগ্রী সীমিত, কিন্তু অভাব অসীম। তাই ভোগকারী যে অভাব মেটাবার মধ্যে অধিক তৃপ্তি আশা করেন সেটাই আগে মেটাবেন।

পরিশেষে যেহেতু তৃপ্তি একটি মানসিক অবস্থা তাই এটি পরিমাপ করা যায় না। ভোগকারী ভোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তৃপ্তিসমূহ তুলনা করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের অভাব মেটানোর জন্য দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহার করাকে ভোগ বলে।
- ভোগের ফলে অভাব দূর হলে ভোক্তা তৃপ্তি লাভ করেন। তবে তৃপ্তি যেহেতু একটি মানসিক অবস্থা তাই এটি পরিমাপ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ভোগ কাকে বলে?

ক. কোন দ্রব্য ধ্বংস করাকে — খ. উপযোগ নিঃশেষ করাকে
গ. উপযোগ বিনষ্ট করে ফেলাকে — ঘ. কোন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলাকে

২। তৃপ্তি কাকে বলে?

ক. ব্যবহার করাকে — খ. অভাব দূর করাকে
গ. অভাব মেটানোর মানসিক প্রশান্তিকে — ঘ. দ্রব্যটিকে নিঃশেষ করাকে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভোগ কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।
২। তৃপ্তি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৩.১ : ১। খ ; ২। গ ; ৩। খ ; ৪। গ।
অনুশীলনী ৩.২ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৩.৩ : ১। খ ; ২। গ।
অনুশীলনী ৩.৪ : ১। খ ; ২। গ।